জান্নাতের সন্তানেরা

হাফিযাহ ইসমাইল
ফাউন্ডার, চিল্ড্রেন অফ জান্নাহ



ফ্রি পিডিএফ

এই ফ্রি পিডিএফ জান্নাতী সন্তানের মা-বাবাদের উৎসর্গ করা হলো।

আল্লাহ আপনাদের বায়তুল হামদের অধিবাসী করুন, আমিন।

❖

হৃদয়ের গভীরে এক শূন্যতা

CHILDREN OF JANNAH

যে সেকেন্ডটিতে আপনি জানতে পারেন যে আপনার কোল আলো করে একটি সন্তান আসতে চলেছে, ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই আপনি তাকে নিয়ে একটি সুন্দর জীবনের স্বপ্ন বুনতে শুরু করেন। এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা, তীব্র আকাঙ্ক্ষা আর সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন আপনার মন ও হৃদয়কে পরিপূর্ণ করে তোলে... কিন্তু নির্মম সত্য হলো, কখনো কখনো এই সুন্দর স্বপ্নগুলো ডানা মেলার আগেই ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

যখন এমন একটি দুর্ঘটনা ঘটে, তখন প্রায়ই মনে হয় সন্তানের সাথে সাথে আপনার নিজের জীবনটাও বুঝি প্রদীপ নিভে যাওয়ার মতো শেষ হয়ে গেছে। আর সত্যি বলতে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আসলে তা-ই ঘটে। এখন থেকে আপনার জীবনটা যে সম্পূর্ণ বদলে যাবে—এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। এই কঠিন সময়ে নিজের মনের ভাবনা বা বুকের ভেতরের তীব্র কষ্টটা অন্য কাউকে বোঝানো অসম্ভব বলে মনে হতে পারে।

ঠিক এই কারণেই আমরা এই বইটি আপনার জন্য তৈরি করেছি—যাতে সন্তানহারা শোকগ্রস্ত বাবা-মায়ের মনে চলতে থাকা সবচেয়ে সাধারণ প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া

যায়। আমরা মন থেকে আশা করি এটি আপনার মনে একটু হলেও শান্তি দেবে। মহান আল্লাহ আপনার ওপর বরকত নাজিল করুন এবং আপনার ক্লান্ত ও ব্যথিত হৃদয়কে প্রশান্ত করুন।

❖

আমার সন্তান কেন আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হলো?

WHY WAS MY CHILD TAKEN FROM ME?

আপনার সন্তান হয়তো গর্ভাবস্থার কোনো একটি ধাপে, জন্মের ঠিক পরপরই, অথবা জন্মের কয়েক বছর পর দুনিয়া ছেড়ে চলে গিয়ে থাকতে পারে। ঘটনাটি যখনই ঘটুক না কেন, এই ক্ষতি অত্যন্ত বিধ্বংসী। কারণ কেবল একজন বাবা-মা-ই জানেন যে, সন্তান গর্ভে আসার প্রথম মুহূর্ত থেকেই তাঁরা তাকে কতটা নিঃশর্তভাবে ভালোবাসেন।

আপনার সন্তানের এই চলে যাওয়া আপনার জীবনের অন্যতম বড় পরীক্ষা। তবে এটি আপনাকে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশাল পুরস্কারের যোগ্য করে তোলে এবং আপনার সমস্ত গুনাহ ধুয়ে-মুছে সাফ করে দেয়। আপনি যত বড় কষ্টের মধ্য দিয়ে যাবেন, মহান আল্লাহ পরকালে আপনার মর্যাদা তত বেশি বৃদ্ধি করতে চান।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন:

> “মুমিন নর-নারীর জান, মাল ও সন্তানের ওপর অনবরত পরীক্ষা (বিপদ) আসতেই থাকে, যতক্ষণ না সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করে যে তার আর কোনো গুনাহ বাকি থাকে না।”
>
> [আত-তিরমিযী]

❖

আমি কীভাবে এই শোক কাটিয়ে উঠতে শুরু করব?

HOW DO I BEGIN TO COPE?

হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) বলেছেন:

> “কোনো মুসলিমের ওপর যখনই কোনো ক্লান্তি, রোগ, উদ্বেগ, দুঃখ, কষ্ট বা দুশ্চিন্তা আসে—এমনকি তার পায়ে যদি একটি কাটাও ফোটে—তার বিনিময়ে আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।”
>
> [আল-বুখারী]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত:

> “আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে তিনি পরীক্ষায় ফেলেন।”
>
> **[আল-বুখারী]**

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে আপনার সন্তানের মৃত্যু একটি চরম বিপর্যয়। তবে আপনি এই সান্ত্বনার মধ্যে শান্তি খুঁজে পেতে পারেন যে, এই পরীক্ষায় ধৈর্য ধারণ করলে আপনি জান্নাতে আরও বড় এবং মধুর পুরস্কার লাভ করবেন।

মনে রাখবেন, আল্লাহ আপনার মনের সব কষ্ট জানেন। আপনি যে কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, সে সম্পর্কে তিনি পূর্ণ অবগত এবং আপনার জন্য তাঁর একটি সুন্দর পরিকল্পনা রয়েছে। এমন কিছু নেই যা আপনি করতে পারতেন বা না করলে এটি এড়ানো যেত। কোনো অপরাধবোধ বা অনুশোচনা ঘটে যাওয়া বাস্তবতাকে বদলে দিতে পারবে না।

সান্ত্বনা ও হৃদয়ের প্রশান্তি

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেছেন:

> “কোনো দুশ্চিন্তা বা অনুশোচনাই অতীতকে বদলে দিতে পারে না এবং কোনো পরিমাণ ব্যবস্থাপনাই ভবিষ্যৎ পরিবর্তন করতে পারে না। নিজের প্রতি সদয় হোন, কারণ সব বিষয়ের ফয়সালা আল্লাহর হুকুমেই নির্ধারিত হয়। যদি কোনো কিছু আপনার কাছে আসার কথা থাকে, তবে তা অন্য কোথাও যাবে না। আর যা আপনার ভাগ্য থেকে চলে যাওয়ার, আপনি তা কোনোভাবেই ধরে রাখতে পারবেন না।”

অবশ্যই এর মানে এই নয় যে আপনি আপনার সন্তানের জন্য কাঁদবেন না বা শোক প্রকাশ করবেন না। যখন আপনি আপনার প্রিয় কাউকে হারান, তখন তারা যদি ফিরে আসত—এমন ইচ্ছা জাগাটা খুবই স্বাভাবিক। প্রিয়জনের মৃত্যু মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এবং আল্লাহর ফয়সালার ওপর বিশ্বাসের এক চূড়ান্ত পরীক্ষা।

তবে এই শোক যেন আপনাকে সেইসব ধৈর্যশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতে বাধা না দেয়, যারা বিপদে "আলহামদুলিল্লাহ" (আল্লাহর প্রশংসা) বলে। আপনার সন্তান অল্প সময়ের জন্য হলেও যে আপনার জীবনে এসেছিল এবং আপনি তাকে ভালোবেসেছিলেন, তার জন্য কৃতজ্ঞ হোন। সব সন্তানই এই পৃথিবীতে আমাদের কাছে কেবল আমানত (ধার হিসেবে), এবং আল্লাহ যখনই চান তাঁর দেওয়া আমানত ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। মহান আল্লাহ আমাদের আরও

বড় পুরস্কারের আশার মাধ্যমে ধন্য করেন, তবে সেই ভালোবাসার উপহারটি আপনি চিরকাল আপনার হৃদয়ে আগলে রাখতে পারেন।

এটি মনে রাখাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, আপনাকে একটি অমূল্য উপহার দেওয়া হয়েছে—এই নিশ্চয়তা যে, আপনার সন্তান চিরকাল জান্নাতে থাকবে। সে কখনো কোনো কষ্ট, অভাব বা ক্ষতির সম্মুখীন হবে না। আপনি আপনার সন্তান এখন কোথায় আছে তা নিয়ে চিন্তিত না হয়ে বরং এই ভেবে শান্তি পেতে পারেন যে, সে জান্নাতে তার চিরস্থায়ী ঘরে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

❖

এই কষ্টের মধ্য দিয়ে কীভাবে পথ চলব?

HOW DO I WORK THROUGH THIS PAIN?

কেউ যেন আপনাকে না বলে যে, আপনার সন্তানের জন্য এই তীব্র কষ্ট অনুভব করা বা শোক প্রকাশ করা ভুল। এটি দুঃখ কাটিয়ে ওঠার একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। আর এই কষ্টের সম্মুখীন হওয়া এবং একে জীবনের একটি নতুন অংশ হিসেবে মেনে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। তবে একটা সময় আসবে যখন আপনি এই কষ্টের মাঝেও মনে শান্তি খুঁজে পাবেন এবং জীবনে আবার এগিয়ে যেতে পারবেন।

এর একমাত্র উত্তর হলো—'ধৈর্য' বা সবর। এটি এমন একটি মহৎ গুণ যা আপনি নিজের ভেতর গড়ে তুলতে পারেন, এবং আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন। যারা

ধৈর্যের সাথে পরীক্ষা দেয়, আল্লাহ পরকালে তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। জান্নাতে এর চেয়েও সুন্দর পুরস্কার রয়েছে।

> “যারা বিপদে পড়লে বলে—নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।”
>
> **[সূরা বাকারা: ১৫৬]**

আল্লাহ তাদের তিনটি পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন:

১. আল্লাহর বিশেষ রহমত: ধৈর্যশীল বান্দাদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ রহমত ও কল্যাণ বর্ষিত হয়।

২. আল্লাহর দয়া: আল্লাহ যখন কোনো বান্দার প্রতি দয়া করেন, তখন তিনি তাকে তাঁর রহমতের চাদরে ঢেকে জান্নাতে প্রবেশ করান।

৩. আল্লাহর সঠিক পথপ্রদর্শন: আল্লাহ তাদের দুনিয়া ও পরকালের সঠিক পথ দেখাবেন, যতক্ষণ না কিয়ামতের দিন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হয়।

> “এরাই তারা, যাদের ওপর তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হয় এবং এরাই সঠিক পথপ্রাপ্ত।”
>
> **[সূরা বাকারা: ১৫৭]**

জান্নাতে প্রশংসার ঘর

আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন:

> “যখন কোনো বান্দার সন্তান মারা যায়, তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা কি আমার বান্দার সন্তানের প্রাণ হরণ করেছ?' ফেরেশতারা বলেন, 'হ্যাঁ'। আল্লাহ আবার জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা কি তার হৃদয়ের টুকরোকে কেড়ে নিয়েছ?' তারা বলেন, 'হ্যাঁ'। তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, 'আমার বান্দা এই অবস্থায় কী বলেছে?' ফেরেশতারা উত্তর দেন, 'সে আপনার প্রশংসা করেছে এবং ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়েছে।' তখন আল্লাহ বলেন, 'আমার এই বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করো এবং তার নাম দাও বাইতুল হামদ (প্রশংসার ঘর)।'”
>
> [আত-তিরমিযী]

এই কষ্টের সময়ে নিচের বিষয়গুলো মনে রেখে ধৈর্য ধরার চেষ্টা করুন:

১. আপনার সন্তান যদি এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকত, তবে পড়াশোনা, কাজ বা বিয়ের জন্য সে কোনো না কোনো সময় আপনার থেকে দূরে যেতই। কিন্তু পরকালে জান্নাতে সে চিরকাল আপনার সাথেই থাকবে।

২. এই নশ্বর পৃথিবীতে সবাইকেই একদিন মরতে হবে। কিন্তু আপনার সন্তান সরাসরি জান্নাতবাসী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে।

৩. সাধারণ মানুষের জন্য জান্নাতের পথ পরীক্ষা ও কষ্টে ভরা, কিন্তু আপনার সন্তান কোনো পরীক্ষা ছাড়াই নিরাপদ ও জান্নাতবাসী হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ইসলাম আমাদের শেখায় যে, নিষ্পাপ শিশুদের দেহ থেকে প্রাণ কেড়ে নেওয়ার সময় তাদের কোনো কষ্ট হয় না। তাদের মৃত্যু অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও কোমল হয়।

নবী করীম (সা.) একটি হাদিসে মৃত্যুর চমৎকার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন:

> “যখন কোনো মুমিন বান্দার দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার সময় হয়, তখন আকাশ থেকে সূর্যের মতো উজ্জ্বল চেহারার ফেরেশতারা জান্নাতি কাফন ও সুগন্ধি নিয়ে নেমে আসেন। অতঃপর মালাকুল মউত (আজরাইল) এসে অত্যন্ত পরম মমতায় বলেন, 'হে পবিত্র আত্মা! আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দিকে চলো।' তখন আত্মাটি এত সহজে বের হয়ে আসে, যেমনটি মশকের মুখ থেকে পানির ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে...”
>
> **[আবু দাউদ]**

❖

আমি কি আমার সন্তানকে আবার দেখতে পাব?

WILL I EVER SEE MY CHILD AGAIN?

আপনার সন্তানের অকালমৃত্যুর কারণে সে যে কেবল জান্নাতের এই চিরস্থায়ী ঠিকানায় নিজের জায়গা নিশ্চিত করেছে তা-ই নয়; বরং আপনার জন্যও অপেক্ষা করছে এক বিশাল প্রতিদান। সন্তানহারা পিতা-মাতাকে বিচার দিবসে (কিয়ামতের দিন) সন্তানের সুপারিশের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, যা তাদের এই বিরাট ক্ষতির এক পরম সান্ত্বনা। পরকালের সেই বেদনাদায়ক আজাব এবং কঠিন শাস্তি—যা থেকে আমাদের কারও পালিয়ে যাওয়ার উপায় নেই এবং যা সহ্য করার মতো ক্ষমতা আমাদের কারও নেই—তা থেকে বাঁচতে এই সন্তান আপনার জন্য একটি সুরক্ষাকবচ, একটি দুর্গ এবং একটি ঢাল হিসেবে কাজ করবে।

আর এর সবচেয়ে সুন্দর অংশটি কী জানেন? সেই সুরক্ষাকবচটি আসবে আপনার নিজের সন্তানের মাধ্যমেই! আর যখন আপনি তার সাথে থাকার জন্য জান্নাতে প্রবেশ করবেন, তখন আপনাকে আর কখনোই বিচ্ছেদের যাতনা সহ্য করতে হবে না। তাই ভুলেও কখনো ভাববেন না যে আপনার সন্তান চিরতরে হারিয়ে গেছে—তারা কেবল আপনার আগে আগে গন্তব্যে চলে গেছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত:

> “আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে কাকে তোমরা নিঃসন্তান মনে করো?' সাহাবীগণ বললেন, 'যাদের কোনো সন্তান নেই।' রাসূল (সা.) বললেন, 'না, বরং প্রকৃত নিঃসন্তান তো তারা, যারা (ধৈর্যের সাথে পরকালের পুণ্য লাভের আশায়) তাদের কোনো সন্তানকে নিজেদের আগে পাঠায়নি (অর্থাৎ যাদের কোনো সন্তান মারা যায়নি)।'”
>
> **[আল-বুখারী]**

আসুন, এই পরিস্থিতিকে আমরা সংক্ষেপে সেইসব সন্তানদের সাথে তুলনা করি যাদের আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) এই পৃথিবীতে আমাদের কাছে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

> “তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল এক পরীক্ষা। আর আল্লাহর কাছেই রয়েছে মহাপুরস্কার (জান্নাত)।”
>
> **[আল-কুরআন, ৬৪:১৫]**

> “আর জেনে রাখো, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এক পরীক্ষা এবং নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে রয়েছে মহা প্রতিদান।”
>
> **[আল-কুরআন, ৮:২৮]**

আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) এই আয়াতগুলোতে আমাদের জানাচ্ছেন যে, তিনি যেসব সন্তানকে এই পৃথিবীতে আপনার সাথে থাকার সুযোগ দিয়েছেন, তারা আসলে আপনার জন্য একটা মস্ত বড় পরীক্ষা। নিজের সন্তানদের নিয়ে গর্বিত হওয়া, এমনকি নিজের ধন-সম্পদ ও সন্তানদের প্রদর্শন করাকে জীবনের সবচেয়ে বড় উচ্চাকাঙ্ক্ষা বানিয়ে ফেলা মানুষের জন্য খুবই সহজ। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকা সন্তানদের পেছনে আপনার সমস্ত প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত আপনাকে জান্নাতে তাদের সাথে পুনর্মিলনের নিশ্চয়তা দিতে পারে না (যদি না তারা সঠিক পথে চলে)।

আবু হাসান বলেন:

> “আমি আবু হুরায়রা (রা.)-কে বললাম, 'আমার দুটি ছেলে মারা গেছে। আল্লাহর রাসূল (সা.) থেকে এমন কোনো হাদিস কি আপনি আমাদের শোনাতে পারেন, যা আমাদের এই সন্তান হারানোর শোকে সান্ত্বনা দেবে?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, (রাসূল সা. বলেছেন) তোমাদের এই ছোট শিশুরা জান্নাতের প্রজাপতি (ছোট বাসিন্দা)। তাদের কেউ যখন তার বাবার—অথবা বলেছেন বাবা-মায়ের—সামনে আসবে, তখন সে তার কাপড়ের আঁচল বা হাত ধরে ফেলবে, ঠিক যেভাবে এখন আমি তোমার কাপড়ের কোণা ধরে আছি। আর সে ততক্ষণ পর্যন্ত তা ছাড়বে না, যতক্ষণ না আল্লাহ তাকে এবং তার বাবাকে জান্নাতে প্রবেশ করান।'”
>
> **[মুসলিম]**

❖

আমার সন্তান এখন কোথায় আছে?

WHERE IS MY CHILD RIGHT NOW?

আপনার মনে হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আপনার সন্তান এখন কোথায় আছে। আপনার মন হয়তো ব্যাকুল হয়ে ভাবছে—সে কি সেখানে নিরাপদে আছে, নাকি একা একা কাঁদছে? সে কি তার বাবা-মাকে মনে করছে, নাকি বাবা-মা ছাড়া সে সেখানে কী করছে? সন্তানহারা যেকোনো বাবা-মায়ের মনে এই ধরণের প্রশ্ন আসা খুবই স্বাভাবিক। আমাদের সুন্দর এবং পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, ইসলাম, এগুলোর পরম সান্ত্বনাদায়ক উত্তর দেয়।

হযরত খালিদ আল-আবসি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

> “আমার এক সন্তান মারা যাওয়ার পর আমার মনে তীব্র শোকের সৃষ্টি হয়। আমি আবু হুরায়রা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি আল্লাহর রাসূল (সা.) থেকে এমন কোনো হাদিস শুনেছেন যা আমাদের মৃত সন্তানদের ব্যাপারে আমাদের মনকে শান্ত করতে পারে?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি: তোমাদের শিশুরা জান্নাতে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'”
>
> **[আল-বুখারী]**

এই হাদিস থেকে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, আমাদের শিশুরা 'বারযাখ' (মৃত্যু থেকে পুনরুত্থানের মধ্যবর্তী সময়)-এর কোনো কষ্ট বা একাকীত্ব ভোগ করে না। তারা

এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার সাথে সাথেই সরাসরি জান্নাতের অন্তহীন সুখে প্রবেশ করে। সেখানে তাদের পবিত্র আত্মাসমূহ হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর পরম স্নেহে ও তত্ত্বাবধানে ধন্য হয়—যাঁকে পবিত্র কুরআনে বহু জায়গায় আল্লাহর বন্ধু হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব (রা.) থেকে বর্ণিত:

> আল্লাহর রাসূল (সা.) প্রায়ই তাঁর সাহাবীদের জিজ্ঞেস করতেন, 'তোমাদের কেউ কি কোনো স্বপ্ন দেখেছ?' তখন যারা স্বপ্ন দেখতেন, তারা আল্লাহর ইচ্ছায় তা বর্ণনা করতেন।
>
> এক সকালে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: 'গত রাতে দুজন ব্যক্তি (ফেরেশতা) আমার কাছে এসেছিলেন। তাঁরা আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বললেন, চলুন। আমি তাঁদের সাথে রওনা হলাম।'
>
> এরপর রাসূল (সা.) অনেক চমৎকার জায়গা এবং দৃশ্যের কথা উল্লেখ করলেন যা তিনি সেই সফরে দেখেছিলেন। তারপর তিনি বললেন: 'আমরা এগিয়ে গেলাম এবং একটি সবুজ ও ঘন বাগানের কাছে পৌঁছালাম, যেখানে বসন্তের নানা রঙের ফুল ফুটেছিল। সেই অপরূপ বাগানের মাঝে একজন অত্যন্ত দীর্ঘকায় মানুষ দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর মাথা আকাশের এত উঁচুতে ছিল যে আমি তা দেখতে পাচ্ছিলাম না। আর তাঁর চারপাশে এত বিপুল সংখ্যক শিশু ছিল যে আমি এর আগে কখনো এত শিশু একসাথে দেখিনি।'
>
> আমি আমার সফরসঙ্গীদের জিজ্ঞেস করলাম, 'ইনি কে? আর এই শিশুই বা কারা?' তাঁরা উত্তর দিলেন, 'সামনে চলুন, সামনে চলুন।'

> ...সবশেষে তাঁরা আমার কাছে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে বললেন: 'ঐ দীর্ঘকায় মানুষটি ছিলেন হযরত ইব্রাহিম (আ.) এবং তাঁর চারপাশের শিশুরা হলো সেইসব নিষ্পাপ শিশু, যারা ফিতরাত (ইসলামের সহজাত স্বভাব)-এর ওপর মৃত্যুবরণ করেছে।'"
>
> বর্ণনাকারী যোগ করেন: "তখন কিছু মুসলিম জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! মুশরিকদের (অমুসলিমদের) সন্তানরাও কি সেখানে আছে?' আল্লাহর রাসূল (সা.) উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, মুশরিকদের সন্তানরাও সেখানে আছে।'"
>
> **[আল-বুখারী]**

তাই প্রতিবার যখন আপনি আপনার সন্তানের কথা ভাববেন এবং ব্যথায় আপনার বুকটা কেঁপে উঠবে, তখন মনে রাখবেন যে—তারা এখন জান্নাতের অফুরন্ত সুখে মগ্ন রয়েছে। তারা সেখানে জান্নাতের সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরে আছে এবং একদম নিখুঁত ও সুন্দর স্বাস্থ্যে রয়েছে। জান্নাতের সেই ছোট্ট সোনামণিদের পরম যত্নে লালন-পালন করার জন্য বিশেষ ধাত্রী বা সেবিকারা নিযুক্ত রয়েছেন। আর আপনি এই ভেবে পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারেন যে, স্বয়ং হযরত ইব্রাহিম (আ.) তাদের দেখাশোনা করছেন।

হযরত আল-বারা (রা.) থেকে বর্ণিত:

> “যখন হযরত ইব্রাহিম (রাসূলুল্লাহ সা.-এর শিশু পুত্র) ইন্তেকাল করলেন, তখন আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছিলেন: 'নিশ্চয়ই জান্নাতে তার জন্য একজন দুধমাতা (সেবিকা) রয়েছে।'"
>
> **[আল-বুখারী]**

❖

কিন্তু আমার ভেতরটা বড্ড শূন্য লাগে...

BUT MY HEART FEELS SO EMPTY INSIDE...

আপনি যতই সান্ত্বনামূলক কথা পড়েন বা শোনেন না কেন, সন্তানের বিচ্ছেদে মনের ভেতর মাঝে মাঝে একটা তীব্র একাকীত্ব আর শূন্যতা থাকবেই—এটি খুবই স্বাভাবিক। তবে এই বুকফাটা দুঃখের মধ্য দিয়ে যাওয়ার এবং এই কঠিন বিচ্ছেদকে মেনে নেওয়ার একমাত্র উপায় হলো—আপনার মনের নেতিবাচক ও কষ্টদায়ক চিন্তাগুলোকে জান্নাতের ইতিবাচক চিন্তা দিয়ে বদলে ফেলা।

উদাহরণস্বরূপ, আপনি যখন বাজারে বা দোকানে এমন কোনো সুন্দর পোশাক দেখবেন যা আপনি আপনার সোনামণির জন্য কিনতে পারতেন, তখন চোখ বন্ধ করে ভাবুন—এখন তারা জান্নাতে কত চমৎকার পোশাক পরে আছে! কল্পনা করুন জান্নাতের সেই রেশম ও মখমলের পোশাকগুলো এখন কত নরম, কত উজ্জ্বল! অথবা আপনি যদি কোনো সুন্দর দোলনা বা বিছানা দেখেন যা আপনি আপনার সন্তানের জন্য কিনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এর বদলে চোখ বন্ধ করে একটু কল্পনা করে দেখুন, তারা সুন্দর নরম বিছানায় শুয়ে রেশমি কম্বল গায়ে দিয়ে পরম শান্তিতে বিশ্রাম নিচ্ছে, আর তাদের মাথার ওপর ছায়া দিয়ে আছে জান্নাতের চমৎকার সব ফলগাছ। এই পৃথিবীর মতো তাদের আর কখনো ক্লান্ত হতে হয় না, ঘুমানোরও প্রয়োজন পড়ে না। তারা যখনই যা খেতে চায়, গাছ থেকে সবচেয়ে তাজা আর সুস্বাদু ফলগুলো নিজে থেকেই তাদের হাতের কাছে নেমে আসে।

ঠিক একইভাবে, আপনি যখন এই ভেবে কেঁদে আকুল হন যে—"আমি নিজ হাতে আমার সন্তানকে খাওয়াতে পারলাম না", তখন সেই দুঃখকে জান্নাতের চমৎকার সব নিয়ামতের কথা দিয়ে দূর করুন। চোখ বন্ধ করে কল্পনা করুন, আপনার সন্তান এখন জান্নাতের সবচেয়ে চমৎকার চমৎকার খাবারগুলো খাচ্ছে—যা তার মন চাইছে। চোখ বন্ধ করে ভাবুন, তারা 'আদা', 'তাসনীম' (জান্নাতের একটি ঝরনা যার পানি সবচেয়ে খাঁটি ও সুস্বাদু) এবং 'কাফুর' (জান্নাতের শীতল সুগন্ধি পানি) পান করছে সোনা ও রূপার তৈরি স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ পাত্রে। তারা এমন নদী থেকে পানি পান করছে যার স্বাদ কখনো নষ্ট হয় না—যেখানে বয়ে চলেছে খাঁটি দুধ, পরিচ্ছন্ন মধু আর সুস্বাদু পানীয়ের নদী।

সবশেষে, আপনার সন্তান এখন কেমন আছে এবং কার সাথে আছে তা নিয়ে যদি আপনার মন ভয় বা দুশ্চিন্তায় ছটফট করে এবং ইচ্ছা জাগে যে সে যদি আপনার ঘরের কাছাকাছি থাকত; তবে জান্নাতের সেই অপরূপ প্রাসাদগুলোর কথা ভাবুন যেখানে সে এখন বাস করছে। জান্নাতের তাঁবু এবং শিবিরগুলোর প্রতিটি তৈরি হয়েছে একেকটি আস্ত মুক্তা দিয়ে, যা লম্বায় ৬০ মাইল! সোনা ও রূপার তৈরি সেইসব সুউচ্চ টাওয়ার বা প্রাসাদের ঘরগুলো একেবারের ওপরের তলায় অবস্থিত, যেগুলোর নিচ দিয়ে কলকল শব্দে বয়ে চলেছে জান্নাতের নদী।

জান্নাতের মাটি ও বালি কস্তুরী আর জাফরান দিয়ে তৈরি। সেখানকার পাথরগুলো হলো মণি-মুক্তা আর ইয়াকুত, যা চারপাশকে আলোয় ঝলমল করে রাখে। আপনার সন্তান সোনা ও রূপার তৈরি গাছের খোঁড়লে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে ও খেলা করছে, যা রেশমের চেয়েও নরম। সেখানকার আবহাওয়া ও তাপমাত্রা একদম

নিখুঁত। জান্নাতের গাছগুলো এত বিশাল ছায়া দেয় যে, একটি দ্রুতগামী ঘোড়া ৫০০ বছর ধরে দৌড়ালেও সেই ছায়া পার হতে পারবে এতটা বিশাল।

সেখানে প্রতিটি জিনিস অবর্ণনীয়ভাবে নিখুঁত এবং এই কল্পনাতীত বিশাল জান্নাতে কোনো দুঃখ বা কষ্ট নেই। জান্নাতের ছাদ হলো পরম দয়াময় আল্লাহর আরশ, যা আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো অনন্তকাল ধরে বিস্তৃত—যার শেষ সীমা আমাদের চোখের দেখার অনেক বাইরে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত:

> “আমরা জিজ্ঞেস করলাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জান্নাত কেমন হবে তা বলুন।' তিনি বললেন: 'জান্নাতের প্রাসাদগুলোর একটি ইট সোনার এবং আরেকটি রূপার হবে। এর গাঁথুনি বা সিমেন্ট হবে সুগন্ধি কস্তুরীর, এর কাঁকর হবে মোতি ও ইয়াকুতের এবং এর মাটি হবে জাফরানের।'”
>
> **[আহমাদ এবং আত-তিরমিযী]**

❖

সন্তানকে ছাড়া আমি কীভাবে জীবনে এগিয়ে যাব?

HOW DO I MOVE FORWARD IN MY LIFE WITHOUT MY CHILD?

এই ক্ষত শুকাতে সময় লাগবে। তাই নিজের প্রতি একটু সদয় হোন এবং আপনার চারপাশের মানুষদের প্রতিও ধৈর্যশীল হোন। যারা আপনার এই গভীর কষ্টটা বোঝেন, তাঁদের কাছ থেকে মানসিক সাহায্য ও সান্ত্বনা নেওয়া এই সময়ে অত্যন্ত উপকারী। দয়া করে একা একা এই বিশাল কষ্টের বোঝা বয়ে বেড়ানোর চেষ্টা করবেন না।

যখন আপনি আপনার সন্তানকে ছাড়াই জীবনে আবার একটু একটু করে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি পাবেন, তখন এই পৃথিবীতে আপনার সন্তানের জন্য যে সুন্দর সুন্দর স্বপ্নগুলো বুনেছিলেন, সেগুলো আস্তে আস্তে ছেড়ে দিতে শিখুন। মনের গভীরে এটা মেনে নিন যে আপনার কলিজার টুকরো এখন জান্নাতে রয়েছে এবং এমন সব অভাবনীয় সুন্দর জিনিসের অভিজ্ঞতা লাভ করছে, যা আপনি এই পৃথিবীর বুকে হাজার চেষ্টা করলেও তাকে কখনোই দিতে পারতেন না। অবশ্যই এর মানে এই নয় যে আপনি আপনার সন্তানের সাথে কাটানো সুন্দর স্মৃতিগুলো ভুলে যাবেন। বরং সেই সুন্দর মুহূর্তগুলোকে মনের মণিকোঠায় আনন্দের সাথে জমিয়ে রাখুন। আরও বেশি কৃতজ্ঞ থাকুন এই ভেবে যে, তারা এখন এমন এক নিরাপদ রাজত্বে আছে যেখানে কোনো দুঃখ-কষ্ট নেই। জান্নাতের সেই সুন্দর ছবিগুলো দিয়ে আপনার অশান্ত মনকে শান্ত রাখুন।

❖

আপনি কখনোই একা নন

YOU ARE NEVER ALONE

যদি আর কোনো কথাই আপনার মনে না থাকে, তবে শুধু এই একটি কথা সবসময় মনে রাখবেন—আপনি কখনোই একা নন। সবসময় একজন আছেন যিনি আপনার মনের গোপন কোণের সব কথা শোনার জন্য, আপনার চোখের জলের ভাষা বোঝার জন্য এবং আপনার জীবনের সবচেয়ে অন্ধকার ও কষ্টের সময়ে আপনাকে শক্তি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। তিনি আর কেউ নন, তিনি মহান আল্লাহ। আল্লাহ সবসময় আপনার ঠিক পাশেই আছেন।

আল্লাহ আপনাকে এই চরম পরীক্ষার সময়ে ধৈর্য (সবর) ধারণ করার তাওফিক দান করুন। তিনি আপনার এই বুকফাটা কষ্টের বদলে আপনাকে পরকালে এর চেয়েও উত্তম ও মধুর কিছু দান করুন। আপনি যখনই মানসিকভাবে ভেঙে পড়বেন বা দুশ্চিন্তা আপনাকে ঘিরে ধরবে, খোলা মনে, উজাড় করে আল্লাহর কাছে হাত তুলুন। কারণ কেবল তাঁর স্মরণের মাধ্যমেই আমাদের অশান্ত আত্মা পরম শান্তি পেতে পারে। তিনি কখনোই আমাদের এই অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবেন না। আল্লাহ আমাদের দুঃখ-কষ্ট ও একাকীত্বের মাধ্যমেই তাঁর আরও কাছাকাছি নিয়ে যান। তিনি আপনার ওপর কখনোই এমন কোনো কষ্টের বোঝা চাপিয়েঅপরাধবোধের বোঝা চাপিয়ে দেবেন না, যা সহ্য করার ক্ষমতা আপনার নেই।

WRITTEN BY

Hafizah Ismail

Founder, Children of Jannah

TRANSLATED BY

Tamanna Akter

Childbirth Educator and Doula trainee, AMANI Birth

Quran teacher, Roudromoyee school

REF

https://www.childrenofjannah.com

Our website ↓

Mother & Child Care BD

Our FB page ↓

Mother & Child Care BD

Our FB group ↓

রৌদ্রময়ী-Pregnancy, Mother & Child Care BD

Our YouTube channel ↓

Mother and Child Care BD

Our Telegram Channel ↓

রৌদ্রময়ী Prenatal and Childbirth

Our Telegram group ↓

রৌদ্রময়ী Prenatal and Childbirth